W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 106 /WBHRC/SMC/2017

Date: 10 03.2017

Enclosed is the news item appearing in 'Bartaman' a Bengali daily dated 10.03.2017, captioned ' স্কুল বন্ধ রেখে শিক্ষকরা যাচ্ছেন ব্যাংকে বেতন তুলতে ক্ষুব্ধ পড়ুয়ারা'

District Inspector of Schools(SE), Burdwan is directed to furnish a report by 12th April, 2017.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M.S. Dwivedy)
Member

Encl: News Item Dt. 10.03. 17

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC and to send a copy of the order to concerned news paper.

স্কুল বন্ধ রেখে শিক্ষকরা যাচ্ছেন ব্যাংকে বেতন তুলতে, ক্ষুব্ধ পড়ুয়ারা

সংবাদদাতা, বর্ধমান: স্কুলের পড়াশুনা বন্ধ করে বেতনের টাকা তুলতে ব্যাংকে ভিড় জমাচ্ছেন ভাতার পঞ্চায়েতের বামশোর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি থেকে অন্যান্য সদস্যরা বারেবারেই বিষয়টি নিয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক সহ অন্যান্য সহ শিক্ষকদেরও অনুরোধ করেছেন, এভাবে একসঙ্গে সবাই যেন স্কুলে ছুটি দিয়ে বেতন তুলতে না যান। কিন্তু, তার পরেও অবস্থার কোনও পরিবর্তন না হওয়ায় বাধ্য হয়েই পরিচালন সমিতির সভাপতি নিজেই গোটা বিষয়টি জানিয়ে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। যেখানে বিদ্যালয়ের পঠনপাঠনের মানের উন্নতির জন্য জেলাশাসকের নেতৃত্বে তৈরি হয়েছে মনিটারিং কমিটি, সেখানে এভাবে স্কুল বন্ধ করে শিক্ষকদের বেতন তুলতে যাওয়া নিয়ে অবাক হয়েছেন জেলার অনেকেই। বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন জেলাশাসকও।

প্রায় হাজার খানেক ছাত্রছাত্রী রয়েছে বামশোর উচ্চ বিদ্যালয়ে। পঠনপাঠন নিয়েও ছাত্রছাত্রীদের বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। তার উপর শিক্ষকরা স্কুল বন্ধ রেখে বেতন তুলতে যাওয়ায় ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে পড়ুয়াদের মধ্যে। বামশোর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৈয়দ কামাল আবদুল আরিফ বলেন, পরিচালন সমিতির মিটিংয়ে এভাবে বেতন তুলতে যাওয়া নিয়ে রেজ্যুলেশন হয়ে আছে। সেই সিদ্ধান্ত মেনে শিক্ষকরা বেতন তুলতে যান।

পরিচালন সমিতির সভাপতি ফিরোজ ফৌজদার বলেন, দু'বছর এই বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির দায়িত্বে

ভাতার

রয়েছি। বারবার বলার পরেও এধরনের সিদ্ধান্তের কোনও কপি পূর্বতন বোর্ড দেখাতে পারেনি। প্রতিবারের মতো এবারও মাসের ৩তারিখে শিক্ষকরা স্কুল বন্ধ করে ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে যান। এনিয়ে বারবার নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু, শিক্ষকরা তা মানছেন না। বাধ্য হয়ে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি। এতে কাজ না হলে শিক্ষামন্ত্রীকে চিঠি দেব।

পরিচালন সমিতির সদস্য ধনঞ্জয় চক্রবর্তী বলেন, স্কুলের শিক্ষকদের বারবার বলার পাশাপাশি প্রধান শিক্ষককেও বিষয়টি বলা হয়েছে। কিন্তু, কেউই নির্দেশ মানছেন না। বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক শেখ গিয়াসুদ্দিন বলেন, আমাদের স্কুলে এতদিন এভাবেই বেতন তোলার চল রয়েছে। এতদিন কেউ কোনও অভিযোগ করেননি। এখন কেন অভিযোগ করা হচ্ছে তা বুঝতে পারছি না।

পরিচালন সমিতির অভিভাবক প্রতিনিধি শেখ মহিরুদ্দিন বলেন, বিদ্যালয়ে পঠনপাঠনের মান ক্রমশ কমতে থাকায় পড়ুয়ার সংখ্যাও দিন দিন কমছে। ২০১২-১৩ সালের শিক্ষাবর্ষে স্কুলে দেড় হাজারেরও বেশি পড়ুয়া ছিল। এখন তা কমে হাজারে দাঁড়িয়েছে। জেলাশাসক সৌমিত্র মোহন বলেন, অতিরিক্ত জেলাশাসককে(শিক্ষা) বিষয়টি দেখার জন্য নির্দেশ দেব। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শককেও এব্যাপারে খোঁজ নিতে বলেছি। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক খগেন্দ্রনাথ রায় বলেন, অভিযোগ পেয়েছি। প্রধান শিক্ষককে সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে অবিলম্বে দেখা করতে বলেছি।